সুদীপ্ত ভৌমিকের সত্যমেব(ভ) কেন দেখবেন? অনাবাসী বাঙালি জীবনের এক অতিবাস্তব নাটকরূপ।

গৌতম দত্ত

আমি নাটক দেখতে গেলে সাধারণত একক অভিনয় বা দুই চরিত্রের অভিনয় বাদ দিই। মনের মধ্যে আশঙ্কা থাকে বোর হব। নিজেও তিরিশ বছরের নাট্যজীবনে সবসময় চার ঃ চরিত্রের নাটক করেছি। এটা আমার একেবারে নিজস্ব মতামত। সুদীপ্ত ভৌমিক ও আমি একসাথে বহু নাটকের মঞ্চগ্রহণকারী। আমি নাটক করি না প্রায় চার বছর হয়ে গেছে। আর সুদীপ্ত আরো দৃঢ়ভাবে বাংলা নাটক-কে আঁকড়ে ধরেছে। নিজে একের পর এক নাটক লিখে মঞ্চস্থ করছে। এর জন্য সুদীপ্তকে সাধুবাদ জানাই। যেখানে কলকাতায় বাংলা নাটকের যাই যাই অবস্থা সেখানে অনাবাসী বাঙালিদের মধ্যে নিজে নাটক লিখে বাংলা নাটকের এক দুরূহ চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে-ই তাকে আমেরিকার বাঙালির গর্ব বলা উচিত। কিন্তু এই সব বড় বড় বাংলা সংস্কৃতি-র মালিকানা স্বত্ত্ব বাঙালি ধর্মীয় (কালচারের নামে সবাই নামাবলী পরিধান করেন ও সত্যনারায়ণ পূজা করেন!) সংস্থানগুলি এই নিরামিষী বাঙালি যুবককে কোনও পুরস্কার দেবেন কেন? পারলে বিবেকের দংশনের ভয়ে থিয়েটার হলের বিশ মাইল দূর থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে পালাবেন। তা না হলে নাটক হলে মাত্র বিশ-পঁচিশ জন দর্শক আসেন! সুদীপ্ত ও তোমার নাট্যদলের নিষ্ঠকর্মীরা নিরাশ হয়ো না। শিল্পের যুদ্ধ একক যুদ্ধ-মননের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একদিন তোমাদের জয় হবেই।

সত্যমেব(ভ) — অনাবাসী বাঙালি জীবনের এক অতিবাস্তব নাটকরূপ। বডিশপিং কথাটা বোধহয় এতদিনে বাংলা অভিধানের অন্তর্গত হয়েছে। সেই বডিশপিং ব্যবসার মূল স্বাদ বডি ও কেনাবেচা যার মধ্যে হয়ত মাথা-র ভূমিকা নগণ্য, এই বেচাকেনার ফুটবল খেলা নানা ড্রিবল, কর্ণার কিক, ও গোলের মধ্যে দিয়ে চমৎকার পরিবেশন করেছেন নির্দেশক ইন্দ্রনীল মুখার্জি। আমেরিকায় ব্রেন ডেডকে মৃত-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাই শপিং যদি শুধু বডির হয় তা সেই মৃত চির পুরাতন বেচাকেনার-ই এক ইন্টারনেট যুগের আধুনিক নাম কিন্তু খেলাটা সেই মাদারি খেলা ছাড়া কিছুই নয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়ের সাহস বেড়েছে— সে আর মাথা নিচু করে কোচের আদেশ মেনে নিয়ে সেমসাইড করবে না। সে রুখে দাঁড়ায়, খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, কোচকে রাতের অফিসে কলকাতার স্টাইলে ঘেরাও করে একের পর এক ড্রিবল করে নিজের কেরামতি দেখাতে থাকে। বডিশপিং কোম্পানির বাঙালি মালিক 'বিল'ও আর থাকতে না পেরে প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়ে মাঠে। খেলা জমে ওঠে। সময় কেটে যায় কিভাবে দেড় ঘন্টা। খেলোয়াড়ের ভূমিকায় পিনাকী দত্ত ও কোচ বিলের ভূমিকায় সুদীপ্ত মাত্র দু'জন মিলে আমার ভয়কে অমূলক প্রতিপন্ন করে একটা ভাল সন্ধ্যা উপহার দিলেন। এর জন্য আমি ccta- নাট্যগ্রুপকে জানাই সাদর অভিনন্দন। নাট্যকার ও অভিনেতা সুদীপ্ত ভৌমিক, অভিনেতা পিনাকী দত্ত ও নির্দেশক ইন্দ্রনীল মুখার্জি এক মননের সন্ধ্যা উপহার দিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ আমার মতন কিছু নাট্যপ্রেমীকে।